গ্রীন ব্যাংকিং নীতিমালা

Green Banking Policy

BDBL

বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিঃ

একটি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক

বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিঃ
হেড অফিস, ঢাকা।
ইকোনমিক এন্ড রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ভূমিকা ঃ

বিগত দুই দশক ধরে বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন সবচেয়ে আলোচিত একটি বিষয় । পৃথিবী উত্তপ্ত হচ্ছে এবং জলবায়ু পরিবর্তিত হচ্ছে। বর্তমানে জলবায়ুর যে পরিবর্তন ঘটছে তা মূলত মনুষ্যসৃষ্ট। ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্রুত সম্প্রসারণ এবং ক্রমাগত শিল্পায়নের ফলে উৎপাদন, পরিবহন, বিপণন, জ্বালানিসহ প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার, ভূমি ও বন ব্যবহার, ভোগবিলাস ইত্যাদি কর্মকান্ড থেকে দীর্ঘদিন ধরে উৎসারিত এবং বায়ুমন্ডলে পুঞ্জিভূত গ্রীন হাউজ গ্যাসের কারণে বৈশ্বিক উষ্ণতা বেড়েছে এবং ভবিষ্যতে আরো দ্রুত বাড়বে বলে বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত। আর এই বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধিই নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্ম দিচ্ছে। পৃথিবীর দিকে দিকে বন্যা, খরা, অতিবৃষ্টি, ঘূর্ণিঝড় এবং হ্যারিকেনের সংখ্যা এবং তীব্রতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। উত্তরমেরু, দক্ষিণমেরু, উঁচু পাহাড় এবং অন্যত্র জমাটবাঁধা বরফ দ্রুত গলে যাচ্ছে। সমুদ্রস্ফীতি ঘটতে শুরু করেছে। যার ফলে গোটা বিশ্বের জীববৈচিত্র্য, কৃষি, বন, পানি সম্পদ, ভূমি এবং মানব জাতি আজ হুমকির সম্মুখীন।

একটি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ব্যাংকিং সেক্টরের বিশাল ভূমিকা রয়েছে। ব্যাংকিং সেক্টর শিল্প, কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে বিনিয়োগের মাধ্যমে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে সচল রেখে চলেছে। পাশাপাশি পরিবেশ বিপর্যয়ের মাত্রাও তীব্রতর হচ্ছে। পরিবেশ বিপর্যয় রোধের মাধ্যমে এ পৃথিবীকে রক্ষার জন্য 'গ্রীন ব্যাংকিং' নীতি গ্রহণ এখন সময়ের দাবী হয়ে দাঁড়িয়েছে। ব্যাংক পরিচালিত অর্থনৈতিক কার্যক্রম যেমন- উৎপাদন, ব্যবসা, অন্যান্য কর্মকান্ডের মাধ্যমে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। অন্যদিকে, ব্যাংক কোম্পানীগুলো কর্তৃক অপরিকল্পিতভাবে বিদ্যুৎ, গ্যাস এবং জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহারের ফলে এই সকল সুবিধার ঘাটতি সৃষ্টি হচ্ছে। এ কারণে এগুলো ব্যবহারে মিতব্যয়ী হওয়া উচিত। পরিবেশবান্ধব ব্যাংক কেবলমাত্র নিজেদের অভ্যন্তরীণ পরিবেশের উন্নয়ন করবে না সাথে সাথে গ্রাহক এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকেও পরিবেশের প্রতি সচেতন হতে প্রভাবিত করবে।

বাংলাদেশ একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রবণ দেশ। বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তন বাংলাদেশে চরম প্রভাব ফেলছে, যার ফলে এদেশ সবচেয়ে বেশি ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে। তাই ব্যাংক নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ব্যাংক মনে করে টেকসই ব্যাংকিং ধারা অব্যাহত রাখা এবং পরিবেশ বিপর্যয় রোধের জন্য আনুষ্ঠানিক এবং কাঠামোগতভাবে 'গ্রীন ব্যাংকিং' চালুর এখনই উপযুক্ত সময়। গ্রীন ব্যাংকিং নীতিমালার মূল লক্ষ্য হচ্ছে ঃ

- Environmental Risk Management (ERM)- এর কলাকৌশল এবং কার্যবিধি অনুসরণ করে পরিবেশবান্ধব ব্যবসা-বাণিজ্য এবং শিল্পে অর্থায়নের মাধ্যমে পরিবেশ ও ঋণ ঝুঁকি হ্রাস করা ; এবং
- পরিবেশ বিপর্যয় ঝুঁকি রোধের মাধ্যমে পরিচালন দক্ষতা বৃদ্ধি করা ।

এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক Environmental Risk Management (ERM) -এর উপর একটি সার্কুলার জারি করে (BRPD Circular No. 01, 30 January, 2011)। এছাড়া, Policy Guidelines For Green Banking (BRPD Circular No.02, 27 February, 2011)- এর মাধ্যমে তফসিলী ব্যাংকগুলোকে ২০১১, ২০১২ এবং ২০১৩ সালের মধ্যে ৩টি ফেইজে গ্রীন ব্যাংকিং নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন নির্দেশনা প্রদান করেছে।

বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিঃ অভ্যন্তরীণ পরিবেশ ব্যবস্থাপনা চালু, পরিবেশবান্ধব অর্থায়ন, পরিবেশ বান্ধব পণ্য প্রবর্তন, পরিবেশবান্ধব শাখা স্থাপন প্রভৃতি কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে গ্রীন ব্যাংকিং চালু করে পরিবেশ সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে।

Environmental Risk Management (ERM) এবং Green Banking Policy অনুযায়ী স্থাপিতব্য শিল্প কারখানাগুলোকে আর্থিক সহায়তা প্রদান এবং বিদ্যমান শিল্পকারখানায় চলতি মূলধন প্রদান কালে অত্র ব্যাংক পরিবেশবান্ধব ব্যবস্থাদি সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনানুযায়ী ERM কোর রিস্ক ম্যানেজমেন্ট নীতিমালার অন্তর্ভূক্ত যা বিদ্যমান অন্য ৬টি কোর রিস্ক নীতিমালা অনুযায়ী পরিপালিত হবে। ঋণের আওতায় স্থাপিতব্য শিল্প কারখানার বর্জ্য পরিশোধন প্লান্ট সমৃদ্ধ যন্ত্রপাতি আমদানীতে অর্থায়ন বা এলসি খোলার অনুমতি প্রদান করা হবে। শিল্প প্রকল্পে অর্থায়নের ক্ষেত্রে বি ডি বি এল- এর Strategic Priority-এর অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে ঃ পরিবেশবান্ধব শিল্প যেমন- নবায়নযোগ্য শক্তি, বর্জ্য পরিশোধন প্লান্ট, কৃষি নির্ভর শিল্প এবং অন্যান্য প্রকল্প যা জ্বালানী শক্তি সাশ্রয়ী, স্বল্প কার্বন নিঃসরণ উপযোগী প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করা। পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের আওতায় সৌরশক্তি, বায়োগ্যাস, বর্জ্য পরিশোধন প্লান্ট এবং ইটভাটায় কার্বন নিঃর্গমন হ্রাসের উদ্দেশ্যে Hybride Hoffman Kiln (HHK) সমমানের প্রযুক্তি সম্পন্ন প্লান্ট স্থাপনে অর্থায়ন করা হবে।

বাংলাদেশ ব্যাংক CSR বা সামাজিক দায়বদ্ধতার উপর যে সমন্বিত নীতিমালা প্রণয়ন করেছে, বিডিবিএল সে আলোকে একটি নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। ব্যাংক এই নীতিমালা বাস্তবায়নে জোর দিচ্ছে, যাতে পরিবেশ ও সামাজিক দায়বদ্ধতামূলক কার্যক্রম আরো দৃঢ় হয় এবং পরিবেশ রক্ষার্থে ইতিবাচক অবদান রাখতে পারে।

বাংলাদেশ ব্যাংক নির্দেশিত ফেইজ–২ এর কার্যাবলী অনুসরণে বি ডি বি এল- এর গ্রীন ব্যাংকিং নীতিমালা এবং এর কৌশলগত কাঠামো তৈরী করা হয়েছে, যা নিম্নরূপ ঃ

১। নীতিমালা প্রণয়ন ও পরিচালন

গ্রীন ব্যাংকিং নীতিমালা প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পর্ষদের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে। বাংলাদেশী তফসিলী ব্যাংকের ক্ষেত্রে পর্ষদ সদস্য সমন্বয়ে একটি উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন কমিটি গঠন করতে হবে এবং এ কমিটি ব্যাংকের গ্রীন ব্যাংকিং নীতি, কৌশল এবং পরিকল্পনা পর্যালোচনার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত হবেন। ব্যাংকের বার্ষিক বাজেটে গ্রীন ব্যাংকিং এর জন্য অনুমোদিত পর্যাপ্ত তহবিল বরাদ্দ করতে হবে। এ ছাড়া, ব্যাংকের সিনিয়র এক্সিকিউটিভ পর্যায়ের একজন-কে প্রধান করে ব্যাংকসমূহকে একটি পৃথক গ্রীন ব্যাংকিং ইউনিট অথবা সেল গঠন করতে হবে।

এই সেল অথবা ইউনিটের দায়িত্ব হবে ব্যাংকের গ্রীন ব্যাংকিং সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিকল্পনা, পরিচালনা এবং মূল্যায়ন করা। এই সেল গ্রীন ব্যাংকিং কার্যক্রম সম্পর্কে উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন কমিটিকে সময় সময় তাদের কার্যক্রম অবহিত করবে।

২। খাত ভিত্তিক পরিবেশ নীতি প্রণয়ন

পরিবেশের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত বিভিন্ন সংবেদনশীল সেক্টর / প্রকল্পে ঋণ প্রদানের নিমিত্তে আলাদা নীতি প্রণয়ন করতে হবে। সংবেদনশীল প্রকল্পগুলো হলো ঃ কৃষি নির্ভর ব্যবসা(পোল্ট্রি এবং ডেইরি),কৃষি খামার ,চামড়া শিল্প, মৎসচাষ, বস্ত্র এবং পোশাক শিল্প, মন্ড এবং কাগজ, নবায়নযোগ্য শক্তি/জ্বালানী, চিনি এবং চিনিজাত দ্রব্যাদি, গৃহ নির্মাণ এবং অবকাঠামো, প্রকৌশল এবং ধাতব শিল্প, রসায়ন শিল্প (সার, কীটনাশক এবং ঔষধ শিল্প), রাবার এবং প্লাস্টিক শিল্প, হাসপাতাল / ক্লিনিক, ইট তৈরী, জাহাজ ভাঙ্গা শিল্প ইত্যাদি।

৩। পরিবেশবান্ধব কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন

একটি ব্যাংকের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য কৌশলগত পরিকল্পনার মাধ্যমে পরিবেশ বান্ধব লক্ষ্যসমূহ নির্ধারণ করা প্রয়োজন। পরিবেশবান্ধব শিল্পে অর্থায়ন এবং অভ্যন্তরীণ পরিবেশ ব্যবস্থাপনা চালুর জন্য বেশকিছু অর্জনযোগ্য লক্ষ্য এবং কৌশল নির্ধারণ করতে হবে, যা ব্যাংকের বার্ষিক প্রতিবেদন এবং ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হবে। অভ্যন্তরীণ পরিবেশ ব্যবস্থাপনায় নবায়নযোগ্য জ্বালানীর ব্যবহার এবং একই সাথে বিদ্যুৎ, গ্যাস এবং পেট্রোলের ব্যবহার হ্রাস, গ্রীনহাউজ গ্যাস নিঃসরণ হ্রাস, ই-স্টেটমেন্টের প্রচলন, ইলেকট্রনিক ব্যবস্থায় বিল প্রদান, কাগজের ব্যবহার হ্রাস, পরিবেশ বান্ধব অফিস ভবন ইত্যাদির মাধ্যমে জ্বালানী সাশ্রয়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করে লক্ষ্যসমূহ অর্জন করা সম্ভব। পরিবেশবান্ধব শিল্পে অর্থায়নের ক্ষেত্রে পরিবেশবান্ধব আর্থিক পণ্য প্রচলন এবং পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর শিল্পে অর্থায়ন হ্রাস করে মোট ঋণের অংশ হিসেবে পরিবেশবান্ধব শিল্পে অর্থায়নের হার বাড়াতে হবে। গ্রীন অর্থায়নের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ঃ

- **গ্রীন প্রডাক্ট এবং গ্রীন ফাইন্যান্সিং এর প্রবর্তন**

ব্যাংকের অর্থায়নের ক্ষেত্রে পরিবেশবান্ধব ব্যাবসায়িক কার্যক্রম এবং জ্বালানি সাশ্রয়ী শিল্পগুলো অগ্রাধিকার পাবে। সোলার প্যানেল এবং ETP সহ অন্যান্য পরিবেশ সহায়ক প্রকল্পগুলোতে অর্থায়নে পদক্ষেপ নিতে হবে। ভোক্তাঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে গ্রাহকদের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। এ ছাড়া, নিম্নোক্ত ক্ষেত্রেও অর্থায়ন করা যেতে পারে ঃ

(১) উপকূলীয় অঞ্চলে বৃষ্টির পানির জলাধার নির্মাণ, সৌর বিদ্যুৎ চালিত পানির পাম্প, বনায়ন ইত্যাদি প্রকল্পে অর্থায়ন ;

(২) এগ্রো বেজড প্রকল্পগুলোতে অর্থায়ন যেমন-লবনাক্ততা সহিষ্ণু শস্য (Salinity tolerance crops) উৎপাদন, জলমগ্নতাসহিষ্ণু ফসল (Water tolerance crops) উৎপাদন, ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহারের মাধ্যমে খরা সহিষ্ণু ফসল (Drought tolerance crops) উৎপাদন, জৈব সার ব্যবহার, রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের পরিবর্তে জৈব সার ও প্রাকৃতিক পদ্ধতি ব্যবহার করে রোগবালাই দমন ইত্যাদি খাতে ঋণ প্রদানে উদ্যোগ গ্রহণ ;

(৩) বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ প্রকল্প, কঠিন ও বর্জ্য নিষ্কাশন প্রকল্প, বায়োগ্যাস প্লান্ট, জৈব সার উৎপাদন প্রকল্প ইত্যাদি পরিবেশ- বান্ধব প্রকল্পে অর্থায়ন ;

(৪) অফিসার / স্টাফদের জ্বালানি সাশ্রয়ী বিশেষ করে CNG-তে রূপান্তরকৃত গাড়ি ক্রয়ে ঋণ প্রদান ; এবং

(৫) ETP বা পরিবেশ সুরক্ষাকারী অন্য প্রকল্পগুলোতে স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান।

৪। পরিবেশবান্ধব ব্রাঞ্চ স্থাপন

পরিবেশবান্ধব ব্রাঞ্চ হবে এমন একটি ব্রাঞ্চ যেখানে নিম্নোক্ত সুবিধাদি / ব্যবস্থাদি থাকবে ঃ

- দিনের আলোর পর্যাপ্ত ব্যবহার ;
- অন-লাইন ব্যাংকিং ব্যবহার ;
- নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার ;
- বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সাশ্রয়ী বাতি ও যন্ত্রপাতি ব্যবহার ;
- পানির স্বল্প ব্যবহার ; এবং
- পুনঃপরিশোধিত পানির ব্যবহার।

ব্যাংকের এরূপ একটি ব্রাঞ্চ গ্রীন ব্রাঞ্চ হিসাবে চিহ্নিত হবে। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া সাপেক্ষে বিশেষ লোগো ব্যবহার করা যাবে।

৫। অভ্যন্তরীণ পরিবেশ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন

বর্তমানে অপারেশনাল দক্ষতা বৃদ্ধির উপর জোর দেয়া হচ্ছে যাতে আমাদের পরিবেশের ক্ষতি কমে আসে। ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালন ব্যয় হ্রাস এবং পরিবেশ রক্ষায় বি ডি বি এল কর্তৃক অভ্যন্তরীণ জ্বালানি সাশ্রয়ের পাশাপাশি পানি, কাগজ, অফিসার/স্টাফদের ভ্রমণ ব্যয় কমানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। অভ্যন্তরীণ পরিবেশ ব্যবস্থাপনা আরো উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্যাংক কর্তৃক নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে ঃ

৫.১। অন-লাইন ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালুকরণ

অন-লাইন ব্যাংকিং অর্থাৎ ইন্টারনেট বা ব্যাংকের নিজস্ব নিরাপদ ওয়েবসাইট ব্যবহারের মাধ্যমে গ্রাহকদেরকে বিভিন্ন সেবা প্রদান করা । গ্রাহক যাতে অন-লাইন ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে নগদ টাকা জমা ও উত্তোলন, বিল পরিশোধ ইত্যাদি সেবাসমূহ সহজে ও দ্রুততার সাথে করতে পারে, তা নিশ্চিত করতে হবে। পরিবেশবান্ধব হার্ডওয়ার ব্যবহারে আগ্রহী হতে হবে। ব্যাংকের প্রতিটি শাখায় আধুনিক কোর ব্যাংকিং সফট্ওয়ারের মাধ্যমে অটো জেনারেট ভাউচার প্রিন্ট ব্যবহার করলে একদিকে যেমন কাগজের ব্যবহার কমবে অন্যদিকে সময়ও বাঁচবে। কাগজ ও জ্বালানী অপচয় হ্রাস, কার্বন নিঃসরণ হ্রাস, মুদ্রণ ও ডাক খরচ হ্রাসের মাধ্যমে অন-লাইন ব্যাংকিং খুব সহজে পরিবেশ রক্ষার্থে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে।

৫.২। গ্রীন হাউজ গ্যাস নিঃসরণ হ্রাসকরণ

গ্রীন হাউজ গ্যাস সরাসরি জীবাশ্ম জ্বালানি হতে নির্গত হয় যার ফলে ওজোন স্তর ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এ ছাড়াও বিদ্যুৎ শক্তির ব্যবহার, কাগজ, ফাইলপত্রের উৎপাদন এবং ব্যবহার এবং অফিসার-স্টাফদের যাতায়াত এর জন্য পরোক্ষভাবে দায়ী। পরিবেশের ক্ষতি এড়াতে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে ঃ

- অফিসার-স্টাফদের ভ্রমণ বা যাতায়াত এড়াতে ভিডিও কনফারেন্সিং বা টেলি কনফারেন্সিং এর ব্যবহার;
- যাতায়াত খরচ বাঁচাতে আই পি ফোন, ওয়েব ইনারস্ বিকল্প হিসেবে ব্যবহার ;
- গ্রীন হাউজ গ্যাস নিঃসরণ কমাতে যে সব অফিসার বা স্টাফদের একই এলাকাতে বসবাস, তাদের জন্য কারপুল ব্যবস্থার প্রচলন ;
- গ্রীন হাউজ গ্যাসের মাত্রা কমাতে উচ্চমান সম্পন্ন 'কার্বন অফসেট' মুদ্রণে ব্যবহার ; এবং
- পরিবেশ রক্ষার্থে CSR এর অংশ হিসেবে ব্যাংক বৃক্ষ রোপন, সৌন্দর্য সাধন, প্রতিবেশিদের সচেতনতা বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ।

৫.৩। বিদ্যুৎ শক্তি / জ্বালানীর ব্যবহার

আমরা লাইট, ফ্যান, এয়ার কন্ডিশন, অন্যান্য মেশিন চালাতে বিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহার করে থাকি। বিদ্যুৎ শক্তি ও জ্বালানি সাশ্রয়ে ব্যাংক কর্তৃক নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে ঃ

- জ্বালানী খরচ কমাতে লাইট, ফ্যান, এসি, কম্পিউটার, ফটোকপিয়ার, মোবাইল চার্জার, প্রিন্টার ইত্যাদি ব্যবহারের পর সম্পূর্ণ বন্ধ বা আনপ্লাগ রাখতে হবে। স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হওয়ার জন্য এসব যন্ত্রে ইলেক্ট্রনিক সেন্সর ব্যবহার ;
- এয়ারকন্ডিশনার ব্যবহারের ক্ষেত্রে রেশনিং ব্যবস্থা চালু ;
- সাধারণ বাল্বের পরিবর্তে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী ফ্লুরোসেন্ট বাল্ব ব্যবহার ; এবং
- ব্যাংকের জোনাল এবং ব্রাঞ্চ অফিসের ছাদে সোলার প্যানেল স্থাপন করে সৌর বিদ্যুৎ ব্যবহার করতে হবে, যাতে জাতীয় বিদ্যুতের উপর চাপ অনেকটা কমে।

৫.৪। কাগজের ব্যবহার

ব্যাংক একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান হওয়ায় এখানে বিপুল পরিমাণে কাগজ ব্যবহৃত হয়। কাগজের ব্যবহার কমাতে ব্যাংক কর্তৃক নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে ঃ

- কম্পিউটারে ইমেজিং এবং ফাইলিং করে সকল দলিলাদি সংরক্ষণ ;
- প্রিন্টিং এর ক্ষেত্রে ইকোফন্ট ব্যবহার ;
- কাগজের উভয় পৃষ্ঠায় প্রিন্ট এবং অতি প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে শুধু কাগজ ব্যবহার ;
- নোট প্যাড হিসেবে বাতিল কাগজ ব্যবহার ;
- কাগজের মেমোর বিকল্প হিসেবে ইলেক্ট্রনিক ফাইল, ভয়েস মেইল এবং ই-মেইল ব্যবহার ;
- ক্রেডিট মেমো অটোমেশন করে বিপুল পরিমান কাগজের ব্যবহার কমানো যায় ;
- কর্মচারীদের ই-কালেন্ডার ব্যবহারে উৎসাহিতকরণ ; এবং
- ভিসা, অ্যামেক্স এবং মাস্টার কার্ডধারীদের ই-স্টেটমেন্ট প্রদান ।

৫.৫। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

পুনঃব্যবহার এবং পুনঃ প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে আমরা কঠিন এবং তেজস্ক্রিয় বর্জ্যের পরিমাণ কমাতে পারি। এসব বর্জ্য যদি কমানো সম্ভব না হয় তবে, এগুলোর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং নিয়ন্ত্রণে নজর দিতে হবে।

- বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের জন্য দাপ্তরিক উপকরণাদি এবং আসবাবপত্রাদির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে ;
- ডিস্‌পোজেবল কাপ/গ্লাস ব্যবহার হ্রাস করতে হবে ; এবং
- যেখানে মিউনিসিপ্যাল রিসাইক্লিং প্লান্ট রয়েছে, সেখানে কাগজ, কাঁচ, প্লাষ্টিক, ধাতু ইত্যাদি পুনঃপ্রক্রিয়াজাত করতে হবে।

৫.৬। পানি ব্যবহার

ব্যাংকে পানির সীমিত ব্যবহার হয়ে থাকে। তবুও ব্যাংক পানি ব্যবহার এবং রক্ষায় সর্বোচ্চ সচেতন।

- ওয়াশ রুম বা টয়লেট ব্যবহারের পর পানির কল যাতে সম্পুর্ণ বন্ধ হয় সেক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে ;
- ফ্লাশ চেক করতে হবে ; এবং
- নতুন ওয়াশ রুমে পানি সাশ্রয়ী যন্ত্র সংযোজন করতে হবে।

৬। ERM ম্যানুয়াল ও গাইড লাইন প্রণয়ন

শিল্প ঋণ ও চলতি মূলধন ঋণের প্রয়োজনীয়তা যাচাই ও মূল্যায়নের জন্য একটি 'Environment Risk Management' ম্যানুয়াল ও গাইড লাইন ব্যাংক কর্তৃক প্রণয়ন এবং তা পরিপালন করতে হবে। এ ছাড়া, ব্যাংক বিদ্যমান আইনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে আন্তর্জাতিক ভাবে গ্রহণযোগ্য পরিবেশগত মানদন্ড গ্রহণ করতে পারে। এক্ষেত্রে পরিবেশবান্ধব পদক্ষেপ গ্রহণ ব্যাংকগুলোর মধ্যে কেবলমাত্র ফলপ্রসুই হবে না, তা প্রতিযোগিতামূলক সুবিধাও প্রদান করবে। পরিবেশবান্ধব ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্যাংকগুলোর নিজেদের মধ্যে মৈত্রীবন্ধন সঠিক এবং মানসম্মত পরিবেশবান্ধব নির্দেশনা প্রণয়নে সহায়তা করবে।

৭। গ্রাহক সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ

গ্রাহক এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো যেন পরিবেশবান্ধব নিয়ম কানুন এবং সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারে সচেতন হয়, সেজন্য তাদেরকে উৎসাহিত এবং প্রভাবিত করতে হবে। বি ডি বি এল তাই গ্রাহকদের সচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে কার্যকর কর্মসূচীর উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

৮। পরিবেশবান্ধব কার্যক্রমের উপর প্রতিবেদন প্রকাশ

বি ডি বি এল পরিবেশবান্ধব কার্যক্রমের অতীত সাফল্য, বর্তমান কার্যক্রম এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বা পদক্ষেপের উপর স্বকীয় এবং টেকসই প্রতিবেদন প্রকাশ করবে। ব্যাংক এবং গুরুত্বপূর্ণ গ্রাহকদের পরিবেশবান্ধব কার্যক্রম এবং সাফল্যের বিস্তারিত চিত্র প্রতিবেদনে তুলে ধরতে হবে।

------o------